জেলে বার্তা

www.coastbd.net

COAST has Special Consultative Status with the UN ECOSOC

ইউএসএআইডি এর অর্থায়নে ,ইকোফিস,ওয়াল্ডফিস বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া এবং বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তায়, কোস্ট ইকোফিশ প্রকল্প ভোলা থেকে পরিচালিত ইকোফিশ কর্মসূচির মাসিক বুলেটিন

৩য় বর্ষ, ২৩ তম সংখ্যা | জুন- ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ | জৈষ্ঠ্য-১৪২৩ বঙ্গাব্দ

ইকোফিস প্রকল্পের সচেতনত শিক্ষায় আলমগির এখন আর জেলে যায় না

দ্বীপ জেলা ভোলার লালমোহন উপজেলার পশ্চমি চর উমেদ ইউনিয়নের তেতুলিয় নদীর তীরবর্তি সবুজ শ্যমল গ্রাম পাংগাশিয়া। উক্ত গ্রামের গজারিয়া খালের মাথা সুলিজ বাজারের ভেড়ি বাঁধের পূর্ব পাশে আলমগির (৩৯) এর বসবাস। ৬(ছয়) জন সদস্য তাদের পরিবারে । আলমগির তেতুলিয়া নদীর একজন নিয়মিত ইলিশ জেলে, বাবা মায়ের অসচেতনতার জন্য মাত্র ১৬ বছর বয়সে রাহিমা বেগম এর সাথে বিয়ের পিড়িতে বসেন তিনি। দরিদ্র সংসারের ছেলে ও ইলিশ ধরার প্রতি অধিরক আগ্রহ থাকায় প্রাথমিকের গন্ডি পেরতে পারেন নি, ১ম শ্রেনি পর্যন্ত লেখা পড়া করেণ আলমগির। তেতুলিয়া মাঝে মাঝে মাছ থাকে আবার কিছু দিন থাকেনা তখন বেকার। এই কোন রকম দারিদ্রতার সাথে যুদ্ধ করতে করতে ও নানা রকম রোগ-শোখ এর সাথে পাল্লা দিতে দিতে কাটতে থাকে তাদের জীবন। বিয়ের ১(এক) বছরের মাথায় তাদের ঘর আলো করে আসে এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান নুসরাত। কিন্তু নানা রকম অসুখ-বিশুখ মা, মেয়ে ও পরিবারের অন্য সদস্যদের যেন পিছু ছাড়তে চায় না। এই ভাবে চলতে থাকে তাদের সংসার জীবন। কমিউনিটি প্রোফাইল এর মাধ্যমে ইকেফিশ প্রকল্পে সদস্য নির্বাতিত হন আলগীর

আলমগীর ইলিশ সংরক্ষণ দল এর নিয়মিত মিটেং এ অংশ গ্রহন কারী একজন জেলে। মাঠ পরিদর্শনের সময় আলমগীর ভাই এর বাড়িতে গিয়ে তার সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে প্রশ্ন করা হয় আমরা তো বেশ কয়েকটি মিটিং করলাম, এই মিটিং গুলোর মাধ্যমে আপনার কি কোন উপকারে লাগছে এমন বিশেষ কিছু জেনেছেন কিনা যা আপনি আগে জানতেন না? তখন আলমগীর ভাই বলেন "আই ও আমরা মেলা কিছু জানছি যে" ভাই যেমন " কোন মাসে মা ইলিশ ধরার যাইবো না ঝাটকা ইলিশ ধরা যাইবো না " ধরেন আপনারা ঘরের পাশে বাড়ির কোন জেলে বা মাঝি -কে দেখেছেন যে সে অবৈধ সময়ে মাছ ধরছে তখন আপনি তাদের কে কি বলবেন বা কিভাবে চলা উচিত এ সব বিষয়ে কি কিছু কথা বা পরামর্শ দিতে পারবেন? এমন কথা বলা হলে তখন আলমগির ভাই বলেন "আপনে গো ইকেফিশ এর সদস্য হওনের পর জানছি যে মেঘনা নদীর ইলিশা ঘাট থেকে চর পিয়াল পর্যন্ত ৯০ কি. মি. এলাকা এবং তেতুলিয়া নদীর ভেদুরিয়া থেকে পটুয়াখালীর চররুস্তুম পর্যন্ত ১০০ কি. মি. এলাকায় মার্চ - এপ্রিল (ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি) সকল ধরনের মাছ ধরা পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় আইনতঃদন্ডনীয় অপরাধ, প্রতি বছর ২৫ সে. মি. (১০ ইঞ্চি) এর ছোট ইলিশ (জাটকা) ১ নভেম্বর (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি) হতে ৩০ জুন (আষাড় মাসের মাঝামাঝি) পর্যন্ত ধরা পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় আইনতঃদন্ডনীয় অপরাধ। আর প্রতি বছর আশ্বিন মাসের ভরা পুর্নিমার আগে ও পরে মিলিয়ে ২২(বাইশ) প্রস্তাবিত ৩০(ত্রিশ) দিন উপকূলী সকল নদীতে মাছ আহরণ সম্পুর্ন নিষিদ্ধ। আইর আশে পাশের হগল মাঝি ভাগি গো বুঝাউম যে এই মাছ আমাগো এই মাছ ধরলে আমাগো ই লস"

এরপর পর্যবেক্ষন কালে আমরগির ভাই এর বাড়িতে দেখা যায় তার বসত বাড়ির আঙ্গিনায় বৈচিত্র ময় সবজী খেত। ছাগল পালন ও সবজী ক্ষেত এর ব্যাপারে ভাই এর কাছে জিঞ্জাসা করা হয় এই গুলো আপনি কেন করেন ছাগল পালন ও সবজী ক্ষেত আপনার ও আপনার পরিবারের কি কোন উপকারে আসে উত্তরে তিনি বলেন "আপনে গো ইকেফিশ এর ট্রেনিং পাইয়া হেই নিয়ম মত শাক-সবজি লাগাইছি। ৩-৪ হাত দুরে দুরে তাওয়া (মাদা) বানাইয়া প্রত্যেক তাওয়ায় ২টা করে আডি (বীজ) লাগাই ছি। আর ২ হাত পাশে দিয়া ৪ দিকে নালা কইরা বেড বানাইছি। এ তাওয়ায় ও বেড গুলার নিয়মিত যত্ন করনে আমার খুব ভালো লাউ হইছে আর অন্যান্য অনেক শাক-সবজি ও হইছে।

জেলেদের জীবনমান পরিবর্তনের এক নতুন মাধ্যম উপকূলের কণ্ঠস্বর 'রেডিও মেঘনা' এফ এম ৯৯.০

বাংলাদেশের দক্ষিণের দ্বীপ খ্যাত ভোলা জেলার পূর্ব মেঘনা নদী এবং পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে চলেছে তেতুলিয়া নদী। নদীর সাথে ভোলার অধিবাসীদের অনেক পুরনো সাম্পর্ক, কারণ ভোলা জেলার প্রায় ৭০% মানুষ প্রতক্ষ্য বা পরক্ষ্য ভাবে মাছের সাথে সম্পৃক্ত। এই জেলার মৎসজীবী সংগঠনের সাথে কথা বলে জানা যায় ভোলায় প্রায় ১ লক্ষ জেলে আছে যার প্রায় ৭৫% ইলিশ আহরনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। বলা হয় দেশের ইলিশ আহরনের সিংহ ভাগই ভোলার নদী থেকে ধরা পরে। ভোলার উপকূলীয় এলাকায় দারিদ্র মানুষ এবং জেলেদের সাথে কোস্ট ট্রাস্ট অনেক আগে থেকেই নানা মুখি উন্নয়ন মুলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় কোস্ট ট্রাস্ট নিজেস্ব তহবিল থেকে 'বঙ্গোপসাগরে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা ও বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসীর সুরক্ষায় তথ্য প্রযুক্তি' শ্লোগান নিয়ে সম্প্রচার শুরু করবে উপকূলের কণ্ঠস্বর 'রেডিও মেঘনা' এফ এম ৯৯.০।

উপকূলের কণ্ঠস্বর 'রেডিও মেঘনা' এফ এম ৯৯.০ এর নিয়োমিত আয়োজন জেলে জীবন ও প্রকৃতিক দূর্যোগ এই অনুষ্ঠান টি প্রতি সপ্তাহের বৃহঃবার ৫.৫ মিনিটে প্রচারিত হয়। এই অনুষ্ঠানটিতে প্রধানত মৎস্য আইন, অভয়াশ্রমের সিমানা, কোন সময়ে অভয়াশ্রমে মাছ ধরা যা এবং কখন যাবে না, কোন ধরনের জাল গুলো বৈধ এবং কোন ধরনো জাল অবৈধ ইত্যাদি বিষয়ে জলেদের মধ্য সচেতন কারর জন্য প্রচার করা হয়া। পশা পাশি জেলেদরে সাথে কথা বলে জেলেদের অভার অভিযোগ এবং তাদের সমস্যা গুলো তুলে ধরে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানের মাঝে মঝে উপস্থিত হয়ে জেলেদের অভাব ও অভিযোগোর কথা শোনের মৎস্য বিভাগের কর্ম কর্তা বৃন্দ এবং নদীর পরিবেশ ঠিক রাখার জন্য কি কি করনিয় আছে সেই বিষয়েও পরামর্শ প্রদান করেন তারা। এছাড়াও দূর্যোগকালে উপকূলের মানুষকে বিশেষ করে মেঘনা নদী এবং তেতুলিয়া নদী ও বঙ্গোপসাগরে মৎস্য শিকারে নিয়োজিত জেলেদের কাছে দূর্যোগের পূর্ভাবাস পৌছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্থানিয় বেতুয়া মাছ ঘাটে শাহাদাত মাঝি(২৯) এর কাছে উপকূলের কণ্ঠস্বর 'রেডিও মেঘনা' এফ এম ৯৯.০ সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন "এই রেড়িও তে জাইলা গো লইয়া ভালা ভালা কথা কয় " যেমন " এই যে মা মাছ ধরোন যাইবো না, কারেন জাল বাওয়া যাইবোনা জাটকি মাছ ধরেন যাইবে না এই মাছ বড় হইলে আমরা ই ধতে পারুম"

এর পরে কথা হয় কামরুন নাহার(৩৫) এর সাথে তিনি বলেন " ঘরের সবাই মিল্লা মোবাইলে রেডিও শুনি, এই হানে জাইলা গো লইয়া অনেক কথা কয়" "কোন সময় মাছ ধারা যাইবো এর কোন সময় ধরা যাইবো না এই কথা গুলো আমরা শুনি "

কথা হচ্ছিল চর কচ্ছপিয়ার কামাল মাঝি(৩২) এর সাথে তিনি বলেন " নৌকায় আমরা সবাই মোবাইলে 'রেডিও মেঘনা' শুনি যাতে কোন সময়ে বইন্যা বাদল আসইবে হেইয়ার খবর লইতে পারি" এরা জাটকি ও মা মাছ ধরতে মানা করে আমরাও ধরি না"

শুধু উপকূলের কণ্ঠস্বর 'রেডিও মেঘনা' এফ এম ৯৯.০ এর মাধ্যমে চরফ্যাশন, মনপুরা ও লালমোহন এর জেলেদোর মধ্যে ব্যপক সচেতনা বৃদ্ধী পেয়েছে তারা এখন মৎস্য আইন, অভয়াশ্রমের সিমানা, কোন সময়ে অভয়াশ্রমে মাছ ধরা যা এবং কখন যাবে না, কোন ধরনের জাল গুলো বৈধ এবং কোন ধরনো জাল অবৈধ ইত্যাদি বিষয়ে জানেরন এবং মাননে ।

পাশাপাশি নিয়মত ভাবে বভিন্ন উন্নয়ন তথ্য দিয়ে উপকূলের মানুষকে জীবনমান বদলাতে সহায়তা করা ছাড়াও কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, দূর্যোগ,জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে রেড়িও মেঘনা কাজ করে।

জেলেদের বিকল্প আয়ের উপায় বের করা অত্যন্ত জরুরী ইকোফিস প্রকল্পের মাধ্যমে ছাগল বিতরণ ।

বিতরণের পূর্বে ছাগল পালনের গুরুত্ব, ছাগলের জাত নির্বাচন, ক্রয়ের জন্য সুস্থ্য ছাগল চেনার উপায়, ছাগলের বাস স্থান, ছাগলের খাদ্য। ছাগলের প্রধান রোগ-বালাই: নাম ও লক্ষণ, ছাগলের প্রধান

রোগসমূহের প্রতিকার ও প্রতিরোধ, ছাগলের টিকা প্রদান ও প্রাপ্তির উৎস্য এবং জীব বৈচিত্র সংরক্ষনে মৎস্য জীবিদের ভুমিকা নিয়ে ও আলোচনা করা হয়।

বসত বাড়ীতে সবজি চাষ ও ছাগল পালন উৎসাহ প্রদানে ওরিয়েন্টেসন

অংশগ্রহনকারীগণ সুন্দর ভাবে ওরিয়েন্টেসন গ্রহন করেছেন, জেলেদের চাহিদার ভিত্তিতে , বসত বাড়ীতে সবজি চাষ ও ছাগল পালন প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। যার যতটুকু জায়গা তাতে সবজি চাষ করবে, যার জায়গা নেই সে প্রান্তিক জেলে পাএে মাটি দিয়ে টপ পদ্বতিতে সবজি চাষ করবেন, মাচা পদ্বতিতে ছাগল পালন করবেন, আলোচনা করেন ভোলা জেলা মঃস্য কর্মকর্তা মো: রেজাউল করিম, ভোলা সদর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো: আসাদুজ্জান, ভোলা কাচিয়া ইউনিয়নের দায়িত্বরত উপ সহকারি কৃষি কর্মকর্তা মো: আনোয়ার হোসেন, প্রানী সম্পদ কর্মকর্তার প্রতিনিধি মাঠ কর্মকর্তা মো: আলী হোসেন

ভোলার তিনটি উনিয়নে সহ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করেছে ইকোফিস প্রকল্প

ভোলা সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়নের মৎস্য বিভাগের সহযোগিতায় ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে ওর্য়াল্ডফিশ বাংলাদেশ এবং কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইকোফিশ প্রকল্পের ইলিশ সংরক্ষনে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে ধনিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। মোঃ কমাল হাওলাদার সম্পাদক মোঃ জাকির পাটওয়ারী সহ সম্পাদক মোঃ সাহাবুদ্দিন, কোষাদক্ষ আব্দুল হাই, প্রচার সম্পাদক মোঃ এরশাদ, নারী উন্নয়ন সম্পাদক পারভিন বেগম, এমদাদ হোসেন কবির সভাপতি, সহ-সভাপতি মোঃ কামরুল ইসলাম, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক শফিক মাঝি, ইলিশ ঘাট সম্পাদক শহিদ মাঝি, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক জাকির হোসেন মিঠুন এছাড়াও কার্য নির্বাহী সদস্য জসিম উদ্দিন নিকসন, আজাদ মিয়াজী, রেনু বিবি, মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জীবন কৃষ্ণ দাস, কৃষি অধিদপ্তরের প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন, উপদেষ্টার হারুন হাওলাদার, কামাল হোসেন, মোঃ নিজাম উদ্দিন, বেলায়াত হোসেনসহ মোট ২১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ভোলা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো রেজাউল করিম, গেষ্ট অব অনার ধনিয়া ইউনিয়নের আওয়ামীলীগের সভাপতি মো: হারুন হাওলাদার, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো: আসাদুজ্জামান,ইকোফিশ প্রকল্পের রিসার্স এসোসিয়েট ইফতেখারুল ইসলাম, ইকোফিশ প্রকল্প কোস্ট ট্রাস্টের কর্মকর্তা খোকন চন্দ্র শীল, ভোলা সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়নের মৎস্য বিভাগের সহযোগিতায় ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে ওর্য়াল্ডফিশ বাংলাদেশ এবং কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইকোফিশ প্রকল্পের ইলিশ সংরক্ষনে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে ধনিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ঘোষনার পর নতুন কমিটির সফলতার উদ্দেশ্যে দোয়া মাওফিল ও ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়েছে।

দলগত শিখন ও মতবিনিময় সভা

উপস্থিত ছিলেন বরিশাল বিভাগীর উপ- পরিচলক মো: বজলুর রশিদ, ভোলা জেলা মঃস্য কর্মকর্তা মো: রেজাউল করিম, ভোলা সদর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো: আসাদুজ্জামান,

বক্তারা বলেন, বৈষম্য দুর করা যায়.জেলেদের সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরীর করা, ঘুর্ণায়নমান তহবিল , মেচিং ফান্ড প্রদান, লোন বিতরণ প্রক্রিয়া.লোনের কিস্তি. লোন হিসাব কিভাবে পরিচালিত হবে

তারা আরও বলেন যে, বর্তমান সরকার ১ হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাজ শুরু করেছে এবং ২ হাজার কোটি টাকার আর একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক আগ্রহ প্রকাশ করেছে এ দুটি প্রকল্প জেলেদের উন্নয়নে কাজ করবে। তিনি আরো জানান যে মালয়েশিয়া থেকে রির্চাস ভেসেল বাংলাদেশে এসে পৌঁচেছে যা বঙ্গোপোসাগরের মৎস্য সম্পদের জরিপ কাজে ব্যবহৃত হবে।

প্রয়োজনে যোগাযোগঃ
মোঃ জহিরুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারি
কোস্ট ট্রাস্ট, মোবাইল : ০১৭১৩-৩২৮৮৩১
Email : jahirul.coast@gmail.com
www.coastbd.net

ইকোফিশ কর্মসূচির মাসিক প্রকাশনা। ইউএস এ আইডি এর অর্থায়নে,ওয়ার্ল্ডফিস বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া এবং বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিয়তায়,কোস্ট ইকোফিশ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।